‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ এর প্রতিক্রিয়ার জবাবে

অভিজিৎ রায়

“My only wish is to transform friends of God into Friends of man, believers to thinkers, devotees of prayer into devotees of work, candidates of hereafter into students of the world, Believers, who by their own admission, are "half animal-half angel" into persons, into whole persons.”

- Ludwig Andreas von Feuerbach, (1804-1872)

আমি কিছুদিন আগে ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটিতে মূলতঃ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ গুলির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে অসারতার কথা এবং ধর্মবাদীরা যে ভাবে ধর্মগ্রন্থগুলির প্রাচীন আয়াত বা শ্লোকে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছেন সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছিল। প্রবন্ধটি ভিন্নমতে প্রকাশের (http://www.vinnomot.com/pana/bigganmoyKITAB.pdf) পর দু জন লেখক এর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যার উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করছি। সাদ মুহম্মদ নামে একজন ভদ্রলোক আমার প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়গুলো সম্বন্ধে কোন ধরনের আলোচনায় না গিয়ে শুধুমাত্র কতকগুলি ওয়েব সাইটের ঠিকানা পাঠিয়ে আমাকে সেগুলো পড়ে দেখবার উপদেশ দিয়েছেন। খুব সাধু উপদেশ সন্দেহ নাই। কিন্তু উনি যেটা বুঝতে পারেননি তা হল এ ধরনের সমস্ত ওয়েব-সাইট-ই আমি পড়ে দেখেছি। কিন্তু উনার মত আমি যেটা করিনি তা হল ওই সমস্ত সাইটে যা যা লেখা আছে তা চোখ-কান বন্ধ করে বিশ্বাস করা। উধাহরণ স্বরূপ উনার পাঠানো একটি ‘বিখ্যাত’ ওয়েব সাইটের কথা বলা যায় যেখানে সূরা ৭৯:৩০ এর উল্লেখ করা হয়েছে। এই সুরায় নাকি বলা আছে পৃথিবীর আকার ‘ডিমের মত’। এই ‘ডিমের মত’ ব্যাপারটি নাকি আবার পৃথিবীর গোলত্বের নিদর্শন যা কিনা ১৪০০ বছর আগে কারোর ই

জানার কথা ছিল না। কোরানের 'বিজ্ঞানময়তার' এ এক জলন্ত প্রমাণ!

কিন্তু সত্যই কি তাই ? যুক্তিবাদী মন নিয়ে দেখা যাক। প্রথমতঃ তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই যে কোরাণে সত্যই ডিমের উল্লেখ আছে; তবুও কিন্তু ঝামেলা থেকেই যাচ্ছে, কারণ- পৃথিবীর আকার মোটেই 'ডিমের মত' নয়। পৃথিবীর মেরু অঞ্চলটা উত্তর-দক্ষিনে সামান্য চাঁপা (অনেকটা কমলালেবুর মত), ডিমের তো তা নয় - বরং উল্টো। আর দিত্বীয়তঃ ডিম সংক্রান্ত এই পুরো ব্যাপারটাই আসলে বানানো। 'ঘোড়ার ডিম' বললেও অত্যূক্তি হয় না। কারণ, আয়াতটিতে আসলে কোথাও কোন ধরনের ডিমের উল্লেখ নেই। পুরো আয়াতটি আরেকবার আরবীতে পড়া যাক :-

'ওয়াল আরদা বা'দা যা-লিকা দাহা-হা'

এর অর্থ -
'অতঃপর (আল্লাহ) পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন।'

এখানে কোথায় 'ডিমের' উল্লেখ ? আমার অনুবাদে কারো যদি আপত্তি থাকে, তবে তাদের জন্য নীচে তিনটি বিখ্যাত অনুবাদের উল্লেখ করা হল -

079.030
YUSUFALI: And the earth, moreover, hath He extended (to a wide expanse);
PICKTHAL: And after that He spread the earth,
SHAKIR: And the earth, He expanded it after that.

উপরিউক্ত আয়াতটিতে পৃথিবীকে বিস্তৃত করার মাধ্যমে আল্লাহ বরং সমতল পৃথিবীকেই প্রকাশ করেছেন, গোলাকার বা ডিম্বাকার কোন পৃথিবীকে নয়। ডিমের আরবী প্রতিশব্দ হল 'আল বাঈজা' যার উল্লেখ ওই আয়াতটির কোথাও নেই। তাই ডিমকে টেনে এনে পৃথিবীর আকার ব্যখ্যা করার কোন যৌক্তিকতাও এখানে নেই।

যদি কেউ ভেবে থাকেন যে কতকগুলি ওয়েব সাইটের ঠিকানা দিলেই ধর্মগ্রন্থগুলির 'বিজ্ঞানময়তার' প্রমাণ হয়ে গেল, তবে তারা ভুল

ভাবছেন। উনারা যতগুলি 'বিজ্ঞানময়' ওয়েব সাইটের ঠিকানা হাজির করবেন, আমি ঠিক ততগুলি সে-সমস্ত কু-যুক্তিকে খন্ডন করা যুক্তিবাদী ওয়েব সাইটের ঠিকানা তাদের সামনে হাজির করতে পারব। তাতে কি বিশেষ কিছু প্রমাণ করা গেল? কাজেই ওয়েব সাইটের সংখ্যা নয়, সাইট গুলোতে কি আছে, তাই হওয়া উচিত বিবেচ্য বিষয়। একটি আনুসঙ্গিক ঘটনার উল্লেখ করছি। ডঃ মনসুর হাসাব নামে এক ভদ্রলোক কিছুদিন আগে কোরাণ খুঁজে বের করলেন, কোরানের দু'টি আয়াতে নাকি 'শূন্যে আলোর সর্বোচ্চ গতিবেগের' ইঙ্গিত আছে। ব্যাস, কম্ম সাবার! ইসলামী সাইটগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওই প্রবন্ধটিকে নিজ নিজ ওয়েব সাইটে স্থান দেওয়ার জন্য। কিন্তু রিচার্ড ক্যারিয়ারের মত প্রথিতযশা যুক্তিবাদীরা যখন সেই প্রবন্ধের সমস্ত কুযুক্তিকে খন্ডন করে পাল্টা প্রবন্ধ লেখেন (http://humanists.net/avijit/article/alam_light.htm), তখন তা খুব কম ধর্মবাদীরাই তাতে চোখ বুলান। এর কারণও আছে। কারণ, ওই সমস্ত ধর্মবাদীরা যুক্তি খোঁজেন না, যা খোঁজেন তা হল নিজেদের বিশ্বাসের পক্ষে সমর্থন। আর সেজন্যই দেখা যায়, ডঃ মরিস বুকাইলী আর তার 'The Bible, The Qur'an and science' নিয়ে তাদের মধ্যে এত নিরন্তর মাতামাতি। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমই জানেন যে, Dr. William Campbell নামে এক ভদ্রলোক সেই বই এর সমস্ত যুক্তিগুলোকে খন্ডন করে পাল্টা আরেকটি বই লিখেছেন - The Qur'an and the Bible in the Light of History & Science নামে। সে বইয়ে ডঃ ক্যাম্পবেল বুকাইলীর সমস্ত কু যুক্তিগুলিকে খন্ডন তো করেছেনই, সাথে একটি মজার প্রশ্নও ছুঁড়ে দিয়েছেন। তা হল, 'বুকাইলী সাহেব যদি সত্যই মনে করেন কোরাণ খোদ আল্লাহর বাণী, অতিন্দ্রীয় বিজ্ঞানময় এক নিখুঁত কিতাব, তাহলে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছেন না কেন? কেন তিনি এখনও ক্যাথলিক ধর্মে আবিষ্ট থেকে নিজের দোজখের পথ প্রশস্ত করছেন?'

উত্তরটি অতি সোজা। কারণ, বুকাইলী সাহেব অত বোকা নন। মুসলিমদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খাবার সুযোগটি কে হেলায় হারাতে চায়, বলুন?

‘অমুসলিম বিজ্ঞানী কর্তৃক স্বীকৃত বিজ্ঞানময় কোরাণ’ যা তাকে রাতারাতি খ্যাতির শিখরে তুলে দিয়েছে, মুসলিম হয়ে গেলে সেই ‘কাকের ময়ূরপুচ্ছ’ ধারণ করে ধোঁকা দেওয়ার ভাবটি তো আর থাকছে না! একজন মুসলিমের কাছ থেকে কোরানের বিজ্ঞানময়তার বর্ণনা শোনার থেকে মুসলিমদের কাছে অমুসলিম ‘সাদা চামড়ার বিজ্ঞানীর’ মুখ থেকে তা শোনা এর চেয়ে ঢের বেশী চিত্তাকর্ষক। তা কী আর বুকাইলী সাহেব জানেন না? অবশ্যই জানেন; আর তার সুযোগও তিনি নিয়েছেন পুরোমাত্রায়। কোথায় ছিলেন তিনি কিং ফয়সলের এক অখ্যাত পারিবারিক চিকিৎসক, আর আজ? এক বই লিখেই এক লাফে হিমালয়ের উচ্চ শিখরে। তার The Bible, The Qur'an and science প্রতিটি ইসলামিক রাষ্ট্রে নিজস্ব ভাষায় অনূদিত হয়েছে। আর কি লাগে! তার বিজ্ঞান আর ধর্মের গোঁজামিল দেওয়া ‘হাঁসজারু’ মার্কা বইটি তাকে অঢেল মুনাফার সুযোগ তো করে দিয়েছেই, সেই সাথে ইসলামী বিশ্বে তাকে পরিণত করেছে শতাব্দীর মহানায়কে। তার বইটি আজ প্রতিটি শিক্ষিত ‘নয়া-মোল্লার’ কাছে অবশ্য-পঠিত বই। আরো চিন্তা করুন, কী পরিমান ধন্যাঢ্য আরব-শেখদের আশীর্বাদে নিজেকে ধন্য করতে পেরেছেন তিনি! বুকাইলী জানেন, আল্লাহর দেখানো দোজখে ‘কাল্পনিক’ আগুনের ভয় আর আয়তলোচনা হুর-পরীদের সুকোমল শরীরের নির্যাস থেকে আরবীয় তৈলাক্ত ডলারের বাস্তবতাই তার কাছে অধিক প্রিয়। আর তা ছাড়া ইসলামী জগতে প্রবেশ করলে শরীয়ার ভয় তো আছেই। তিনি আর তার পরিবার ব্যক্তিজীবনে যে স্বাধীনতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন, ইসলামী জগতের বাসিন্দা বনে গিয়ে তা কি আর হেলায় হারাবেন! পাগল নাকি! শরিয়ার মার-প্যাঁচে পড়ে তার কল্লাটাই না এবারে চলে যায়! আর একটিবার ইসলামী জগতে প্রবেশের পর কোন কারণে ইসলাম থেকে যদি তার মন উঠে যায়, সেই নাফরমানির শাস্তি যে কি ভয়াভহ তা তিনি সৌদি আরবে ক’দিন কাটিয়েই বুঝে গেছেন- আল্লাহর আইনের আসল রূপ! এ ধরনের ভন্ডামী সম্বন্ধে যত কম বলা যায় তত ই বোধ হয় ভাল।

এইবার দ্বিতীয় লেখকের প্রসঙ্গে আসা যাক। ফরিদ আহমেদ নামে এই ভদ্রলোক ইসলাম, কোরাণ, মহানবী, বিজ্ঞান সম্বন্ধে একপ্রস্থ মনোজ্ঞ

আলোচনার পর আমাকে (এবং সকলকে) পরোক্ষ ভাবে কিছু জ্ঞান দান করেছেন। বলেছেন, 'I would therefore suggest everyone to read Quran with an open mind without any bias. If someone claims to be 'muktomona', he should read it with more open mind!' কিন্তু ফরিদ সাহেব বলেন নি, কেন মুক্তমনা হতে হলে শুধু কোরাণ ই খোলা মনে পড়তে হবে, - কেন বেদ, বাইবেল বা গীতা নয়? ফরিদ সাহেব নিজেকে যদি এতই 'মুক্ত-মনা' বলে মনে করেন, তবে হিন্দু ধর্মবাদীরা যেভাবে বেদে আর মহাভারতের যুদ্ধে ব্যবহৃত অগ্নিবান, ব্রহ্মশির, নারায়ণাস্ত্র কিংবা সুদর্শন চক্রের মধ্যে আধুনিক তেজষ্ক্রিয় মরণাস্ত্রের মিল খুঁজে পাচ্ছেন, তা কি তিনি বিনা বাক্য ব্যায়ে মেনে নেবেন? মেনে নেবেন তিনি হিন্দু পূরাণগুলিতে বর্ণিত প্রযুক্তিগুলোর মধ্যে নলজাতক, বিবর্তনবাদ, মহাকর্ষ, মহাবিস্ফোরণ, মহাজাগতিক অন্ড, কৃষ-গহ্বর, কাল-প্রসারণের উল্লেখের কথা? কেন নয়? বুকাইলী সাহেব কোরাণের আয়াতে 'বিগ-ব্যাং' এর সন্ধান পেলে তা উনার দৃষ্টিতে ঠিক আছে, কিন্তু প্রশান্ত প্রামাণিক বাবু মনুসংহিতায় cosmic egg এর সন্ধান পেলে তা ঠিক নেই- এই যদি হয় ফরিদ সাহেবের অভিধানে 'মুক্তমনা'র সজ্ঞা, তবে আমার কিছু বলবার নেই। যত ইচ্ছা তুমি কোরাণ পড় না কেন, 'তালগাছটা কিন্তু আমার'- মানে কোরান পড় এবং কোরান যে বিজ্ঞানময় ঐশী কিতাব - এইটা যদি অবলীলায় মেনে নিতে পার- তবেই বুঝব যে তুমি আসলে 'খোলা মনে' কোরাণ পড়েছ; তবেই না তুমি মুক্তমনা! ফরিদ সাহেব যেভাবে 'খোলা মনে' কোরাণ পড়ে সবাইকে 'মুক্তমনা' সাজবার পরামর্শ দিয়েছেন, ঠিক একই ভাবে তার কোন হিন্দু ভাববাদী বন্ধু যদি কোরাণ ছেড়ে তাকে 'খোলা মনে' বেদ পড়ে 'মুক্তমনা' হতে বলেন, তা কি তিনি সাগ্রহে মেনে নেবেন?

ফরিদ সাহেব 'মুক্ত মনে' কোরাণ পড়তে বলেছেন, তাতে তো আপত্তির কিছু নেই; কিন্তু উপদেশবাণী বর্ষনের পাশাপাশি যদি উনি আল্লাহর মহান কিতাবের আয়াতগুলোর বিকৃত ব্যাখ্যা থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারতেন তবেই না হত মনি-কাঞ্চন যোগ। আমি আমার নিবন্ধে কোরাণের দৃষ্টিতে যে পৃথিবী স্থির তার স্বপক্ষে বেশ কিছু আয়াত হাজির করেছিলাম। বলেছিলাম, কোরাণে

বহু জায়গায় সরাসরি বলা আছে যে ‘পৃথিবী স্থির’ কিন্তু কোথাও বলা নাই যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে আথবা নিদেন পক্ষে ‘পৃথিবী ঘুরছে’। পৃথিবীর আরবী প্রতিশব্দ হল ‘আরদ’ আর ঘূর্ণন হছে ‘ফালাক’। কোরাণে কোন আয়াতে এই শব্দ দুটি পাশাপাশি ব্যবহৃত হয় নি। ফরিদ সাহেব আমার বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করার জন্য কোরাণ থেকে সুরা ইয়াসিনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। আমি নীচে বাংলা তর্জমা সহ আয়াটি পুনুরুল্লেখ করলাম-

‘লাশ-শামছুইয়ামবাগী লাহা আন তুদরিকাল কামারা ওয়া লাল্লা ইলু সাবিকুন্নাহার; ওয়া কুল্লুন ফিফালাকে ইয়াছবাহুন।’ (৩৬:৪০)

এর অর্থ -

‘সূর্যের এমন সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হবে অথবা রজনী দিবসকে অতিক্রম করবে এবং প্রত্যেকেই নভোমন্ডলের মধ্যে পরিক্রমণ করছে।’

প্রিয় পাঠক বলুন তো, এই আয়াতের কোথায় আছে পৃথিবীর উল্লেখ? আমি তো আয়াতটিতে সূর্য আর চন্দ্র ছাড়া আর কোন নভোজাগতিক বস্তুর সন্ধান পেলাম না। অথচ ফরিদ সাহেব এখানে পৃথিবীর ঘূর্ণনের আলামত আবিষ্কার করেছেন। আবেগ আর অন্ধ বিশ্বাসকে একটু মাথা থেকে সরিয়ে যুক্তিবাদী খোলা মন নিয়ে দেখা যাক, ফরিদ সাহেবের এই ‘পৃথিবী ঘূর্ণনের’ দাবী কতটুকু সঠিক। পাঠকেরা নিশ্চই লক্ষ্য করেছেন যে উপরের আয়াতে ‘কুল্লুন’ বলে একটি আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় এর অর্থ প্রত্যেকেই, সকলেই, উভয়েই। দ্বি বচন ও বহুবচন উভয় ক্ষেত্রেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। উপরের আয়াতে চন্দ্র আর সূর্যের উল্লেখের পরই ‘কুল্লুন’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই ‘ওয়া কুল্লুন ফিফালাকে ইয়াছবাহুন’ এর অনুবাদ হিসেবে ব্যবহৃত ‘প্রত্যেকেই নভোমন্ডলের মধ্যে পরিক্রমন করছে’ - এই বাক্যটিতে ‘প্রত্যেকে’ বলতে সূর্য আর চন্দ্রকেই বোঝান হয়েছে, অন্যকিছু নয়। বুকাইলী মোহে আপ্লুত কিছু শিক্ষিত নয়া-মোল্লা ইদানিং দাবী করছেন, ‘প্রত্যেকে’ বলতে নাকি এই আয়াতে পৃথিবীসহ মহাবিশ্বের সকল বস্তুকণাকে বোঝান হয়েছে, কারণ মহাবিশ্বে সকল বস্তুকণাই গতিশীল। মহাবিশ্বে যে সকল বস্তু ই গতিশীল - এ ব্যাপারে

তো আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু উপরের আয়াতটিতে কি সেই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে? প্রায় একই ধরণের একটি বাক্য নিয়ে একটু আলোচনা করলেই ব্যাপারটি পরিস্কার হবে।

'রহিম ও করিম গতকাল আমার বাসায় এসেছিল। তারা প্রত্যেকেই খুব ভাল ছাত্র'।

উপরের এই বাক্যটির কথা ধরা যাক। এই বাক্যটিতে রহিম আর করিমের নামের পর 'প্রত্যেকে' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই বুঝবে যে, 'তারা প্রত্যেকেই খুব ভাল ছাত্র' - এই বাক্যটির মাধ্যমে এখানে শুধু রহিম আর করিমকেই বোঝান হয়েছে। কিন্তু কেউ যদি দাবী করে বসেন যে, 'তারা প্রত্যেকেই খুব ভাল ছাত্র' এই বাক্যটির মাধ্যমে আসলে সারা ক্লাশের রাম-শ্যাম-যদু-মধু-জামাল-কামাল-শফিক সবাইকেই 'ভাল ছাত্র' হিসেবে বোঝান হয়েছে, তবে তা কি সঠিক ব্যাখ্যা হবে? মোটেই নয়। রহিম করিমের বেলায় 'বুকাইলী প্রেমিকেরা' এই সাধারণ ব্যাপারটি যত সহজে বুঝতে পারছেন কোরাণের বেলায় কেন যেন তাদের মনোভাব হয়ে যাচ্ছে ঠিক ততটই একগুঁয়ে। সূরা ইয়াসিনে বর্ণিত সূর্য আর চন্দ্রের পর 'প্রত্যেকে' শব্দটির মধ্যে তারা ইদানিং পৃথিবীকে তো খুঁজে পান ই, সময় সময় মহকাশের যাবতীয় গ্রহ নক্ষত্র, উপগ্রহ সব কিছুকেই এর মধ্যে ভরে দিতে চান। বিভ্রান্তি আর বিকৃত ব্যাখ্যা এড়াতে এ জন্য বহু অনুবাদক আয়াতটিতে 'প্রত্যেকে' শব্দটির বদলে 'উভয়েই' (each) ব্যবহার করেছেন। যেমন, আশরাফ আলী থানভী তার কোরাণ তফসীরে 'কুল্লুন ফিফালাকে ইয়াছবাহুন'- এর অনুবাদ করেছেন-'এবং উভয়েই এক একটি চক্রের মধ্যে সন্তরণ করিতেছে'। YUSUFALI অনুবাদ করেছেন এভাবে- 'It is not permitted to the Sun to catch up the Moon, nor can the Night outstrip the Day: **Each** (just) swims along in (its own) orbit.' PICKTHAL সূর্য আর চন্দ্র বোঝাতে সরাসরি 'they' ব্যবহার করেছেন। তার ইংরেজী অনুবাদটি হল এরকম - 'It is not for the sun to overtake the moon, nor doth the night outstrip the day. **They** float each in an orbit.' বোঝাই যাচ্ছে, সূর্য ও চন্দ্র ছাড়া অন্য কিছুই এখানে বোঝান

হয়নি। বলা বাহুল্য, 'কুল্লুন' শব্দটি শুধু সূরা ইয়াসিনেই নয়, ব্যবহৃত হয়েছে সূরা জোমর, সূরা আম্বিয়া, সূরা ফতের, সূরা রাদ, সূরা লোকমানেও। যেখানেই চন্দ্র, সূর্য, দিন, রাতের উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানেই 'কুল্লুন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। দিন রাত্রি তো কোন বস্তু নয়, তাই তাদের ঘূর্ণনের প্রশ্ন আসে না। দিন ও রাত্রি যে পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফল- এই সহজ ব্যাপারটা সেসময় আরবদের জানা ছিল না। তারা সাদা চোখে সব সময়ই ভোর বেলা সূর্য উঠলে চারিদিক দিনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠতে দেখেছে, আর দেখেছে সূর্য ডুবলে রাত নেমে আসতে। আর রাত নামলেই শুধু চাঁদকে দেখতে পাওয়া যায়, দিনের আলোয় নয়। আর তাই সূরা ইয়াসিনে বলা হয়েছে- 'সূর্যের এমন সাধ্য নেই যে চন্দ্রকে প্রাপ্ত হবে' কারণ, সূর্য উঠলে চাঁদ যে হারিয়ে যায়, তা তো তারা জন্মের পর থেকেই দেখছে! ভ্রান্ত বিশ্বাসে তারা ভেবেছে, দিন রাত বুঝি চন্দ্র-সূর্যেরই ঘুর্ণনের প্রতিফল। আর সেজন্যই কোরাণে সূর্য চন্দ্রের ঘূর্ণনের উল্লেখের পরই দিন রাতের উল্লেখ পাই। কিন্তু কোরাণের কোথাও 'পৃথিবী' শব্দটির পরে 'ঘূর্ণন' ব্যবহৃত হয়নি। কারণ প্রাচীন আরবেরা তাদের চিন্তায় দিন আর রাত্রির পরিক্রমণের সাথে পৃথিবীর ঘূর্ণনকে সংযুক্ত ই করতে পারেন নি। ফরিদ সাহেব তার বক্তব্যের স্বপক্ষে আন্য আরেকটি সূরা (২১:৩৩) হাজির করেছেন, তাতেও আমরা ঠিক এক ই ঘটনার প্রতিফলন দেখি। সেখানেও দিন রাত্রির উল্লেখ আছে সূর্য-চন্দ্রের সাথেই, পৃথিবীর নয়। ফরিদ সাহেব তার পছন্দের বিভিন্ন 'ইসলামিক ওয়েব সাইট' থেকে কতকগুলি সূরা সংগ্রহ করে আমার বক্তব্যকে খন্ডন করতে উদ্যোগী হওয়ার আর 'খোলা মনে' আমাকে কোরাণ পড়ার ঢালাও উপদেশ বিতরণের আগে যদি নিজেই যদি নিজের home-work টুকু করে নিতেন, তবে আর এ ধরনের ঝামেলার অবকাশ থাকত না।

নতুন বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে।

অভিজিৎ।
৯/১/২০০৩